মুক্তমনার মুখোমুখী
শামীম আরা নীপা

বাংলাদেশে নাচ আর নীপা শব্দ দুটি অনেকটি সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আঠারোই জুলাই কিশোরগঞ্জে শামীম আরা নীপার জন্ম। কিশোরগঞ্জের আর্টস কাউনসিলে প্রথম নৃত্য শিক্ষা। তারপর ঢাকায় ললিতকলা একাডেমী, পারফর্মিং আর্টস একাডেমী, চায়নায় ন্যাশনাল পারফর্মিং আর্টস

একাডেমীতে ট্রেনিং এর মধ্যে দিয়ে নিজেকে তিনি আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছেন। দেশের ভিতরে ও বাইরে তিনি অসংখ্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেছেন। বাংলাদেশের ভিতরে নাচের প্রচার ও প্রসারে শামীম আরা নীপার ভূমিকা

অনস্বীকার্য। নৃত্যাঞ্চল একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষয়ত্রী নীপা এক মনোরম সন্ধ্যায় নেদারল্যান্ডসের সমুদ্র তীরের একটি রেষ্টুরেন্টে মুখোমুখী হন মুক্তমনার

মুঃ মঃ কতদিন ধরে নাচ করছেন ? কি ধরনের নাচ আপনি সাধারণতঃ করে থাকেন ?

শাঃ আঃ নীঃ   প্রায় পচিশ বছর ধরে নাচ করছি। আমি সাধারণত কথথক, লোক নৃত্য ও ক্রিয়েটিভ নাচ করে থাকি, এই তিনটাই আমার মাধ্যম।

মুঃ মঃ প্রথমেই কি নৃত্যকে পেশা হিসেবে নেয়ার পরিকল্পনা ছিল?

শাঃ আঃ নীঃ না, একেবারেই ছিল না। ছোটবেলায় যখন নাচ শিখতাম, তখন একেবারেই পারিবারিক একটা ইচ্ছা, বাবা মায়ের শখ, বড় বোনদের শখ, এভাবেই শেখা। তারপর ধীরে ধীরে যখন একটু বড় হলাম, যখন পারর্ফমেনস করা শুরু করলাম, ফীডব্যক পেলাম, তখন একটা পর্যায়ে এসে মনে হলো যে নাচটাকে আমি পেশা হিসেবে নিব।

মুঃ মঃ কি আপনাকে নৃত্যকে পেশা হিসেবে নিতে উৎসাহিত করেছে?

শাঃ আঃ নীঃ নেশা থেকেই পেশা। প্রথমে নেশাই ছিল পরে এক সময়ে এসে নাচ ছাড়া আর অন্য কোন কিছু করার কথা ভাবিনি।

মুঃ মঃ নৃত্যকে পেশা হিসেবে নিয়ে কখনও কোন ধরনের সামাজিক বা ধর্মীয় সমস্যার সম্মুখীন কি হয়েছেন?

শাঃ আঃ নীঃ না, আমি পাইনি। আমার পরিবারটা একটা অসম্ভব মুক্তমনা একটা পরিবার ছিল। আমার বাবা ডাক্তার ছিলেন এবং খুব সাংস্কৃতিকমনা লোক ছিলেন, আমি নিজে থেকে কখনও অনুভব করিনি যে আমার নাচটা প্রতিবন্ধক হবে তবে আমার বাবা ও আমার পরিবার কখনও কখনও কিছুটা বাধার সম্মুখীন হতো। কারণ বাবার বন্ধুরা বা সমাজে অন্যান্য পরিচিতরা সবাই এক রকম ছিল না। তারা বলতেন ছেলে মেয়েরা বড়ো হচ্ছে, গান বাজনা করার কি দরকার বিশেষ করে ‘নাচ’। পরিবার থেকে কোন বাধা পাইনি তবে আশে পাশে কিছুটা ছিল। আমাদের আগেতো আরো বেশী ছিল। আমরা সেই অর্থে অনেকটাই ভাগ্যবান যে আমাদের আগের প্রজন্ম আমাদের জন্য পথ তৈরী করে গিয়েছিল। আমি আমার পরিবারের সহযোগিতা পেয়েছি বলে আমার সমস্যা কম হয়েছে।

মুঃ মঃ যখন নাচ শুরু করেছেন সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত কি কি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অনুভব করছেন সামাজিকভাবে ?

শাঃ আঃ নীঃ অনেক অনেক অনেক পরিবর্তন হয়েছে সমাজে। আগে নাচটাকে একেবারেই সম্মানের চোখে দেখত না, বিশেষ করে ভালো ঘরের, ভদ্র ঘরের ছেলে - মেয়েরা, বিশেষ করে মেয়েরা, বড় মেয়েরা নাচ করবে এই জিনিসটাকে একেবারেই বাজে চোখে দেখা হতো। এখন তার উলটো, খুবই সুন্দর পরিবেশ। এমনকি ঢাকার বাইরেও নাচের খুব সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। যথেষ্ঠ ভালো ছেলে-মেয়েরা তৈরী হচ্ছে, অনেক নাচের স্কুল আছে। আর ঢাকাতেতো অভূতপূর্ব পরিবেশ, বাবা-মায়েরা নিজেরাই আগ্রহী হয়ে ছেলে-মেয়েদেরকে হাত ধরে নাচের স্কুলে নিয়ে আসছেন নাচ শেখানোর জন্য। কাজেই সামাজিক ভাবে আমি মনে করি একটা বিপুল পরিবর্তন হয়েছে এবং নাচ একটি আশাবাদী অবস্থানে এসে পৌছেছে বাংলাদেশে।

নীপা ও তানবীরা

মুঃ মঃ কোন বিশ্বাস, কোন চিন্তা বা মূল্যবোধ নিয়ে সেই সমস্যাকে অতিক্রান্ত করেছেন?

শাঃ আঃ নীঃ আমার যেটা মনে হয় যেকোন শিল্প বা মাধ্যমের একটা সুন্দর জায়গা হওয়া উচিৎ। নাচ একটা ভীষন ক্রিয়েটিভ জিনিস, অসম্ভব কষ্টকর জিনিস। এটা ঠিক হাত পা ছুড়লাম, মনোরঞ্জন করলাম তা নয়। আমরা এই নাচের মাধ্যমে সমাজে যেকোন জিনিস বা বক্তব্যকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারি। এটা নাটক যেমন পারে, গান যেমন পারে, তেমনি নাচও পারে। আর নাচে

যেহেতু ভাষার দরকার হয় না তাই এটাকে ‘মাদার আর্ট’ বলা হয়। এমন একটি শিল্প পিছিয়ে থাকবে, এটি মানতে আমার প্রথম অবস্থায় খুব কষ্ট হতো, যেকারনে আমি ব্যক্তিগত ভাবে শুধু নাচই করেছি। আমি একটা সময় মডেলিং এর অনেক অফার পেতাম, নাটকও করতে হয়েছে কিছু কিছু। কিন্তু এখন আমাকে সবাই নৃত্যশিল্পী হিসাবেই জানে আর আমি এটিতেই অনেক বেশী গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলাম, অন্য মাধ্যম গুলোতো আমি ততোটা সময় দেইনি। এই জন্য দেইনি যে আমি বিশ্বাস করি নাচটাকে আমাদের একটা সম্মানজনক জায়গায় নিয়ে যাওয়া উচিৎ। এটা করতে গিয়ে আমি কিছুটা হয়ত ছেড়েছি, কিন্তু আমি নিজে তৃপ্ত এটা ভেবে যে আজ সবাই আমাকে নৃত্যশিল্পী হিসেবেই জানে।

মুঃ মঃ আপনি কি আজকের এই নৃত্যশিল্পী হিসেবে আপনার পরিচয়ে গর্বিত?

শাঃ আঃ নীঃ অবশ্যই, অবশ্যই, আমি গর্বিত।

মুঃ মঃ আপনি তো একসময় নৃত্যের পাশাপাশি বিটিভির কিছু নাটকে (যেমন হীরামন) অভিনয় করেছিলেন। এখনও কি অভিনয় করেন? অভিনয় জীবনের কোন মজার ঘটনা থাকলে বলুন।

শাঃ আঃ নীঃ যেটা বললাম, আমি কখনই চাইনি যে নৃত্যশিল্পীর বাইরে আমার আর কোন পরিচয় থাকুক। নাটক করতে গেলে হয়তো শুধু নাটকই করতাম। এখন নাচের অনেক ছেলে মেয়েই, বিশেষ করে মেয়েরা নাচ করতে এসে কিছুদিন নাচ করেই অভিনয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু শুরু থেকেই এই জিনিসটা আমার মধ্যে খুব কাজ করত যে আমাকে যেনো সবাই একজন নৃত্যশিল্পী হিসেবেই জানে। আর সে কারণেই আমি কখনও নাটকে সেভাবে মনোযোগ দেইনি। আর আমার মনে হয় নাচটাই আমার মাধ্যম।

হ্যা মজার ঘটনাতো অনেকই ঘটে অভিনয় করতে গেলে। এই মুহূর্তে যেটা মনে পড়ছে, আমি একবার মুস্তাফিজুর রহমানের একটি নাটকে অভিনয় করেছিলাম, একটি বোবার চরিত্র ছিল সেটি। নাটকটি প্রচার হওয়ার পর আমি রাস্তায় বেরোলেই সবাই আমাকে ‘বুবি’, ‘বুবি’ বলত, বলত দ্যাখ দ্যাখ ওই বুবি যায়। আমার পরিবারের লোকেরাও এতে অনেক মজা পেতেন। তারা বলতেন, এক নাটক করেই তোমার পরিচয় পরিবর্তন হয়ে গেলো।

মুঃ মঃ বাংলাদেশের আজকের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিছু বলুন।

শাঃ আঃ নীঃ খুবই আশাজনক। বাংলাদেশ এখন অনেক অনেক দূর এগিয়েছে, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। আপনি একটা সামান্য পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠানই দেখেন, ব্যাপক একটা হয়েছে পরিবর্তন সামাজিকভাবে, স্বাধীনতার পরে। বাঙ্গালীরা এখন অনেক বেশী বুঝতে শিখেছে এবং অনেক বেশী মুক্তমনা। আমরা যতই বলি যে, এখন দেশে জে,এম,বি এর প্রকোপ বেড়ে গেছে বা মৌলবাদের চর্চা হচ্ছে বা অন্যকিছু। তারপরও আমি বলব আজ একটা মফস্বলের ঘরের ছেলে-মেয়ে নাচ শিখছে, গান

গাইছে এবং সেটা করার মতো মানসিকতাও তাদের তৈরী আছে। কাজেই বাংলাদেশ পিছনে আছে সেটা আমি বলতে চাই না বরং বাংলাদেশ আজ অনেক দূর এগিয়েছে বলব আমি।

মুঃ মঃ অনেকেই আমাদের সমাজে আজ হিন্দি সংস্কৃতির কিংবা পাশ্চাত্য সংস্কতির আগ্রাসন নিয়ে চিন্তিত। এ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি? নৃত্যের জগতে এর কোন প্রভাব পড়েছে?

শাঃ আঃ নীঃ আমার মনে হয়, পাশ্চাত্য এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এতো ঠুনকো আমাদের সংস্কৃতি নয়। এখন পরিবর্তনশীল সমাজ, পরিবর্তন সব জায়গায়ই এসেছে, শুধু আমাদের দেশেই নয়। এই অস্থিরতাটা সারা বিশ্বেই আছে, একটু বেশী রিমিক্স, একটু বেশী অস্থির মিউজিক কিংবা হৈ-চৈ, লাউড। কিন্তু এতে আমার মনে হয় না যে কোন দেশের আদি যে সংস্কৃতি আছে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বা ভেসে যাবে। মূল যে ধারাটা যেটাকে আমরা ‘রুটস’ বলি, সেটা সব সময়ই আছে এবং থাকবে। যেটা মূল এবং যেটা ঐতিহ্য সেটা সবসময়ই থাকবে। হয়তো মাঝে মাঝে মনে হতে পারে যে এটার এখন একটু চাহিদা কমে গেছে বা সেরকম কিছু। কিন্তু ভালো জিনিসের কদর সব সময় ছিল এবং তা সব সময়ই থাকবে।

নৃত্যের জগতেও এর প্রভাব আছে। যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি ‘এডাপশন’ সবসময়ই ভালো যদি কেউ সেটা বুঝে করতে পারে, আমি যেটা করছি সেটার সাথে যদি সামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু অনেক সময়ই যেটা দেখা যায় অনেকেই না বুঝে সেটা করে তাতে কিছু কিছু জায়গায় নৃত্যের স্খলন ঘটে। তারপরও আমি মনে করি এগুলো খুবই সাময়িক ব্যাপার, অল্প দিনের।

মুঃ মঃ একজন সত্যিকার শিল্পীর কোন বর্ডার বা সীমারেখা থাকা কি উচিৎ?

শাঃ আঃ নীঃ না, আমি মনে করি না কারণ একটা শিল্পী তার যে নিজস্বতা বা শৈল্পিক গুন তা বিলিয়ে দিবে সারা বিশ্ব জুড়ে। শুধু একটা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কোন মানে হয় না।

মুঃ মঃ সংস্কৃতিমনা এবং প্রগতিশীলতা কি আপনার চোখে সমার্থক? মৌলবাদের বিস্তার রোধে সংস্কৃতিমনা জাতি গঠন কোন প্রভাব ফেলবে কি?

শাঃ আঃ নীঃ একটাতো একটার পরিপুরক নিশ্চয়ই। কারণ মুক্তমনা না হলে কেউ সাংস্কৃতিক চর্চা করে না। আর যারা সেটা করে সেটা খুব বেশী দূর যায় না। কুসংস্কার যাদের মধ্যে আছে তারা যখন সাংস্কৃতির চর্চা করে সেটা খুব কুফল বয়ে আনে বলে আমি মনে করি। সেটা অনেকটা 'হিপোক্র্যাসী', আমার মতে সেটা করা কারোরই উচিৎ না।

মৌলবাদ আমাদের দেশে যেমন আছে, মুক্তমনা লোকও আমাদের দেশে প্রচুর আছে। কোন খারাপ জিনিসই খুব বেশী দিন টিকে না, মৌলবাদটাকে আমি মনে করব সামাজিক একটা বিষফোড়া। এটাও খুব বেশী দূর যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। কারণ বাংলাদেশের মানুষ যথেষ্ঠ সচেতন, যথেষ্ঠ সাংস্কৃতিকমনা ও যথেষ্ঠ মুক্তমনের পরিচয় দিয়েছে বারবার।

মুঃ মঃ আজকের সমাজ একজন নৃত্যশিল্পীকে কিভাবে মূল্যায়ন করে?

শাঃ আঃ নীঃ একটা সময় নৃত্যশিল্পীদের সেরকম সম্মান ছিল না, এখন যথেষ্ঠ ভালো একটা জায়গায় এসে পৌছেছে। তবে অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় নাচটা এখনও কিছুটা পিছানো। অন্যান্য মাধ্যমের মতো সামগ্রিকভাবে এটা এখনও এসে পৌছতে পারেনি। তবে হেয় চোখে দেখা বা খারাপ চোখে দেখার সময় নেই আর। এখন যথেষ্ঠ সম্মান নিয়েই একজন নৃত্যশিল্পী থাকতে পারে।

মুঃ মঃ আপনি কি মনে করেন না যে সংস্কৃতি চর্চা করে 'সংস্কৃতিবান' হওয়া কেবল উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত বিলাস? হতদরিদ্র এবং খেটে খাওয়া মানুষেরা সংস্কৃতি সম্বন্ধে কতটুকু সজাগ? তাদের জীবনে এগুলোর কোন ভূমিকা আছে কি?

শাঃ আঃ নীঃ এটা শুধু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে না পড়াশোনার ক্ষেত্রে বা সমাজের অন্যান্য সব ক্ষেত্রে একদম গরীবদের সব সুযোগই সীমিত, শুধু সংস্কৃতি চর্চা বা নাচ গানের বেলায় না বলে বলব আমি একদম হত দরিদ্রেরতো সামাজিক সব সুবিধাই কম, সে ক্ষেত্রে তারা সাংস্কৃতি অঙ্গন থেকেও বঞ্চিত। তবে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে, অনেক এন,জি,ও আছে যারা একদম গরীবদের নিয়ে কাজ করছে, বিনা পয়সায় তাদের শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দিচ্ছে, কাজেই একটা সময় আসবে যে এই পরিস্থিতিরও পরিবর্তন হবে।

মুঃ মঃ শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

শাঃ আঃ নীঃ এধরনের উদ্যেগ সব সময়ই প্রশংসার দাবীদার।

মুঃ মঃ   মুক্তমনা বা কোন ই-ফোরামে বিচরন করেন?

শাঃ আঃ নীঃ আসলে নিজের কাজ নিয়েই এতোটা ব্যস্ত থাকি যে, কম্পিউটার রিলেটেড কাজ কিছু করা হয় না।

মুঃ মঃ বাংলাদেশের আজকের প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞান, শিক্ষা সম্প্রসারনের প্রয়োজনীয়তা কিংবা যৌক্তিক চিন্তার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে কি আপনি মনে করেন? কেন?

শাঃ আঃ নীঃ এই গ্লোবালাইজেশনের সময়ে এখন সবাইকেই সচেতনভাবে এগিয়ে যেতে হবে, এখন আর থেমে থাকার রাস্তা নেই। সমস্ত ইতিবাচক দিকেই এগোনো দরকার আমাদের। এক জায়গায় স্থবির হয়ে পরে থাকার সুযোগ আর কারো নেই।

মুঃ মঃ একজন সাংস্কৃতিক শিল্পীর সামাজিক দ্বায়িত্ব সম্পর্কে বলুন? সমাজ পরিবর্তনে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে বলুন।

শাঃ আঃ নীঃ শিল্পীদের সামাজিক দ্বায়িত্ব অবশ্যই আছে। সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে তাদেরকে তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে। কিন্তু সমাজ পরিবর্তন একটা বিরাট ব্যাপার। “রাজনীতিবিদরা” যারা দেশ পরিচালনা করেন তাদেরকে সমাজ পরিবর্তনে প্রধান ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে হবে।

মুঃ মঃ ভবিষ্যতে নাচের প্রসারের জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কি?

শাঃ আঃ নীঃ আমরাতো করছি, নাচের স্কুল আছে আমাদের নৃত্যাঞ্চল। প্রায় চারশ ছেলে মেয়ে সেখানে নাচ শিখছে। আমরা চেষ্টা করছি যারা আমাদের স্কুলে নাচ শিখছে তারা যেনো প্রফেশনাল ভাবে তাদের নাচটাকে বিশ্বে উপস্থিত করতে পারে। শুধু হাত পা ছুড়ে নয়, পেশাদারী ভাবে যেনো একজন নিজেকে তৈরী করতে পারে সেই লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই চলছি আমরা। এই স্কুলে একজনকে নাচ শেখানোর পাশাপাশি নাচটাকে যেনো পেশা হিসেবে নিতে পারে সেই সমস্ত দিকেই সমান্তরালভাবে লক্ষ্য রাখা হয়, সেভাবেই আমরা তাদেরকে তৈরী করছি।

মুঃ মঃ মুক্তমনার পাঠকদের উদ্দেশ্য কিছু বলুন।

শাঃ আঃ নীঃ যে সমস্ত ভালো কাজ, যেগুলো মানুষের পাশে থাকে, যেগুলো মানুষের কাজে লাগে, সে সমস্ত কাজের প্রতি আমার অনেক শুভ কামনা রইল। মুক্তমনার পাঠকদের আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

মুক্তমনার পক্ষ থেকে কথোপকথনটি ধারণ করেছেন
তানবীরা তালুকদার
২৮.০৪.০৭ / ০৫.০৬.০৭